প্রথম আলো

6 OCT 2012

ভর্তি পরীক্ষার বিড়ম্বনা

ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের স্বস্তি ও নিরাপত্তা উপেক্ষিত

এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর স্নাতক পর্যায়ে ভর্তি হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের রীতিমতো যুদ্ধে নামতে হয়। বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় আসনসংখ্যা কম থাকায় একজন শিক্ষার্থীকে একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটোছুটি করতে হয়। কিন্তু ঢাকার বাইরে যেসব শহরে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অবস্থিত, সেখানে প্রয়োজনীয় আবাসনের ব্যবস্থা না থাকায় অনেক পরীক্ষার্থীকেই বিপাকে পড়তে হয়।

গতকাল *প্রথম আলোর* পঞ্চম পাতায় প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, বুধবার রাতে রাজশাহী রেলস্টেশনেই অনেক ছেলেমেয়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা থাকলেও তাঁদের হোটেলে ঠাঁই হয়নি। ভর্তি-ইচ্ছুক অন্যান্য শিক্ষার্থী দ্বারা আগেই হোটেলগুলো ভরাট হয়ে গেছে। শহরে যাঁদের আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব আছে, তাঁরা হয়তো তাঁদের বাসায় আশ্রয় নিয়েছেন। বাকিদের রাত কাটাতে হয়েছে রেলস্টেশনেই। এঁদের মধ্যে ছাত্রী ও তাঁদের অভিভাবকেরাও আছেন। মানসিক ও শারীরিক চাপ ছাড়াও এই শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টি ভেবে দেখা প্রয়োজন।

কেবল রাজশাহীর নয়, ভর্তির মৌসুমে দেশের অন্যান্য শহরের হালও প্রায় অভিন্ন। শিক্ষার্থীদের এই দুর্ভোগ ও যন্ত্রণা থেকে রেহাই দিতে শিক্ষাবিদ-লেখক মুহাম্মদ জাফর ইকবাল মেডিকেল কলেজের মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা চালুর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিরা তাতে সম্মত হননি কিংবা বিকল্প পদ্ধতি চালু করার প্রয়োজনবোধ করেননি।

আমরা মনে করি, ভর্তি পরীক্ষার নামে ফি বছর হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ঠেলে দেওয়া সমীচীন নয়। অবিলম্বে ভর্তি পরীক্ষার সহজ পদ্ধতি বের করা প্রয়োজন। সরকার ভবিষ্যতে ভর্তি পরীক্ষা ছাড়া এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে মেডিকেলে ভর্তি করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই পদ্ধতি সাধারণ ও বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও চালু করা যায় কি না, কর্তৃপক্ষ তা-ও ভেবে দেখতে পারে। শিক্ষার্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল শিক্ষামন্ত্রী প্রয়োজনে দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদদের পরামর্শ নিতে পারেন। কেননা, ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বস্তি ও নিরাপত্তার বিষয়টি উপেক্ষণীয় হতে পারে না।